গুরুত্বপূর্ণ নসীহত

(আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদ ও
কমপ্লেক্স আক্রমণের প্রেক্ষিতে)

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের
চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)— এর
৬ই নভেম্বর '৯২ তারিখে লন্ডন মসজিদ ফযলে প্রদত্ত
জুমআর খুতবার বাংলা অনুবাদ

তাশাহ্হুদ ও তাআওউয পাঠের পর হুযুর (আইঃ) সূরা হুজুরাতের ১৫ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন।

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ۭ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۭ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـــًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অতঃপর হুযুর বলেন,

অত্যন্ত জঘন্য ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতেই পাকিস্তানে ১৯৭৪ সনে রক্তাক্ত নাটক মঞ্চায়িত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি জঘন্য সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তান হতে পাকিস্তানী রাজনীতির মূল উৎপাটন করে ফেলে এবং সেখানকার রাজনীতিকে চিরকালের জন্যে মোল্লার দাস বানিয়ে দেয়। ঐরূপ ষড়যন্ত্র এখন বাংলাদেশেও তৈরী হচ্ছে। এই নাটকের চরিত্র, বাক্যালাপ, ভূমিকা প্রভৃতিতে একই ব্যক্তিবর্গ রয়েছে। অনুরূপ পদ্ধতি এক্ষেত্রেও অবলম্বন করা হচ্ছে। তাদের সাথে সেখানকার অর্থাৎ পাকিস্তানের মতই চরিত্র দৃশ্যপটে দেখা যাচ্ছে। সেখানকার মতই ষড়যন্ত্র এবং নির্যাতনমূলক কার্যকলাপ বর্তমানে বাংলাদেশে চলছে। কয়েক বছর পূর্ব থেকেই এই সকল কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল, অর্থাৎ যখন জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় ছিলেন। ঐ সময় নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে, কুয়েতে, যেখানে রাবেতা আলমে ইসলামীর কেন্দ্র, সেখানে ইসলামী দেশসমূহের ধর্মমন্ত্রীদিগকে নিমন্ত্রণ করে কতিপয় গোপনীয় বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করা হয় যা প্রকাশ করা হয়নি। সেই সকল গোপনীয় বিষয়গুলোর মধ্যে একটি বিষয় এই ছিল যে, বাংলাদেশেও আহমদীদিগকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দেবার চেষ্টা করা হোক। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বাংলাদেশের জামাতকে সতর্ক করে নির্দেশ দেই যে, এখন থেকেই প্রস্তুতি নিন। ইহা একটি গভীর ষড়যন্ত্র যা সহসা শেষ হবার নয়। কেননা এর পেছনে সৌদী আরবের পেট্রোডলার কাজ করছে। ধনদৌলত মানুষকে অন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশ একটি গরীব দেশ এবং আশংকা ছিল যে,

সেখানকার রাষ্ট্রপতি লালসার বশবর্তী হয়ে অনুরূপ কার্যক্রম শুরু করে দেবেন যেভাবে পাকিস্তানে করা হয়েছিল। সেই সময়ে এই বিষয়টি যখন কিছু দূর গড়াল তখন রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা হল। তারপর নূতন সরকার আসল। বর্তমান সরকারের আমলেও পূর্বের ন্যায় কার্যকলাপ শুরু করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এর (অর্থাৎ আহমদী বিরোধী আন্দোলনের) কেন্দ্র স্থল কুয়েত নয় বরং সাক্ষ্য প্রমাণ সাব্যস্ত করে যে, পাকিস্তানের সরকারী ভবন হতে এই ষড়যন্ত্রকে (বাংলাদেশে) স্থানান্তর করা হয়েছে। ----------

---

কিছু দিন পূর্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের কেন্দ্র, যা ৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকাতে অবস্থিত, সেখানে ওলামাদের একটি বড় দল তাদের সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে, সেখানে উপস্থিত আহমদীগণকে মারাত্মকভাবে মারধর করে। কয়েকজনের অবস্থাতো দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আশংকাজনক ছিল; কিন্তু খোদাতা'লা ফযল করেছেন যে, কোন প্রাণ হানী হয়নি। প্রাণ দিলে তা ক্ষতির কারণ হয় না। (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) প্রাণদানকারীতো অমর জীবনের অধিকারী হয়ে যায়। কিন্তু আমি উর্দূ ভাষার প্রবাদ বাক্যে বললাম, কোন প্রাণের ক্ষতি হয়নি। বরং খোদার আশীষে পুণ্যকর্মের জন্য আর একটি নূতন জীবন দান করা হয়েছে। এই বর্বরোচিত আক্রমণে গোটা কমপ্লেক্সকে, যা ছোট ছোট ভবনের সমষ্টি, অগ্নিসংযোগ করা হয়, আসবাবপত্র এবং দামী দামী জিনিষপত্রকে একত্রিত করে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। অনুবাদকৃত কুরআন করীম এবং অনুবাদ ছাড়া কুরআন করীম মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয় ও তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। চারিদিকে অর্ধপোড়া কুরআন মজীদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। সেগুলি যে কুরআন মজীদ তা স্পষ্টই বুঝা যায়। অনেকগুলি পড়াও যায় যে, এগুলো কুরআন মজীদ। নৃশংস ঘটনা যেভাবে পাকিস্তানে মঞ্চায়িত করা হয়েছিল ঠিক সেইভাবে বাংলাদেশেও করা হয়েছে, কিন্তু সামান্য পার্থক্যের সাথে। পাকিস্তানে যে নাটক মঞ্চায়িত করা হয়েছিল তা রাবওয়ার রেলওয়ে স্টেশনে সংঘটিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল। উহা এক অত্যন্ত গভীর ষড়যন্ত্র ছিল যা এইরূপে তৈরী করা হয়েছিল যে, এক সময়ে কিছু অ-আহমদী ছাত্র (রাবওয়ার রেল স্টেশনে) অশোভনীয় কার্যকলাপ করবে তাতে আহমদী যুবকরা উত্তেজিত হয়ে আক্রমণ করবে। সুতরাং ঐরূপেই ঘটেছিল। এর ফলে মোল্লা ও সরকার একটি উছিলা পেয়ে গেল। সুতরাং তাৎক্ষণিকভাবে পাকিস্তানের সকল সংবাদ মাধ্যমে অর্থাৎ রেডিও টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে মিথ্যা ও উত্তেজনামূলক সংবাদ পরিবেশন করা হয়। এমনকি বলা হয়েছিল যে, রাবওয়াবাসীগণ নিরীহ মুসলমান যুবকদের চোখ উপড়িয়ে ফেলেছে। এইরূপ বেহুদা ও উত্তেজনামূলক সংবাদ সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। আমার মনে আছে, 'হাজারা'তে এক মৌলভী কিছু সংখ্যক ছাগলের চোখ বালতিতে রেখে সারা শহরে ঘুরে ঘুরে জনগণকে দেখিয়ে বলে

বেড়িয়েছিল যে, এইগুলি নিরীহ মুসলমানদের সেই চোখ যা রাবওয়াবাসীগণ উপড়ে ফেলেছিল অর্থাৎ (সত্যি সত্যিই) বালতি ভরা চোখ যেন রাবওয়াহ্ হতে তাদের নিকট পৌঁছে গিয়েছিল। এইরূপ নির্বোধ আচরণে সরকার পুরোপুরিভাবে অংশীদার ছিল। গণমাধ্যমগুলো এই মিথ্যা প্রচার করছিল এবং নিশ্চিত করা হয়েছিল যে, রাবওয়াতে অত্যন্ত বর্বরোচিত ঘটনা ঘটেছে এবং এইরূপ আরো আক্রমণ হবার আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলো জীবন সংকটে রয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া যা তাৎক্ষণিকভাবে হওয়ার ছিল তা হ'ল অর্থাৎ সারাদেশে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। আহমদীদের হাজার হাজার দোকান, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হল। অনেক আহমদীকে শহীদ করা হল। অত্যন্ত জঘন্যভাবে প্রতি আক্রমণের ধারাকে সরকারের ছত্রছায়ায় পরিচালিত করা হল। আমাদের নিকট এমন অনেক ছবি রয়েছে যাতে দেখা যায় যে, আহমদীদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে, শহীদ করা হচ্ছে, কিন্তু সেখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, ম্যাজিস্ট্রেট দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং তাদের তত্ত্বাবধানেই এইসব কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে। তাদের ধারণা ছিল এমন ঘটনা ঘটতে থাকলে আহমদীগণও উত্তেজিত হয়ে প্রতিআক্রমণ করবে। (বাংলাদেশে) ঘটে যাওয়া ঘটনার পূর্ব হতেই আমি তাদেরকে বারবার উপদেশ দিয়ে আসছিলাম যে, আপনারা ধৈর্যচ্যুত হবেন না এবং তাদের হাতের খেলনা হবেন না। সুতরাং ঢাকাতে যে ঘটনা ঘটেছে সেখানে প্রতিআক্রমণ করা হয়নি। সম্পূর্ণভাবে একতরফা নির্যাতন চালানো হয়েছে। তারা অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে দুঃখ কষ্টকে সহ্য করেছেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, মূল ষড়যন্ত্রের এও একটা অংশ। একতরফা নির্যাতন করা সত্ত্বেও যখন (আহমদীগণ) উত্তেজিত হয়নি এবং কোন প্রতিআক্রমণও করেনি সে সময়ে হঠাৎ করে সমগ্র দেশে ওলামাগণ আহমদীদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিতে শুরু করে দেয় এবং প্রকাশ্যে সরকারকে হুমকি দেয় যে, আমাদের দাবীগুলো পূর্ণ করে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দাও নতুবা তাদেরকে হত্যা করা হবে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদগণ তুলনামূলকভাবে সচেতন। অনুরূপভাবে বুদ্ধি-জীবীগণও তুলনামূলকভাবে প্রজ্ঞাবান। সুতরাং মোল্লাদের এক দু'টি পত্রিকা ছাড়া সকল সংবাদপত্রই এই নৃশংস ঘটনার জোরালোভাবে নিন্দা করেছে। এমনকি রাজনীতিবিদগণও নিন্দাজ্ঞাপন করে সমালোচনা করেছেন। তাদের ধারণা ছিল যে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনের ধারা জোরালো হবে কিন্তু তা হতে পারেনি। এই ঘটনায় যদি সরকার জড়িত থাকে, বাহ্যিকভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ সাব্যস্ত করে যে, সরকার এতে জড়িত রয়েছেন, কিন্তু সরকার এই উত্তেজনামূলক কার্যকলাপের অংশীদার হওয়ার সুযোগ পায়নি। তবে একটি কাজ করা হয়েছে তা হলো এই যে, এই ঘটনার পরপরই পাকিস্তান হতে এমন নিকৃষ্ট মৌলভীদের ডেকে আনা হয়েছে যাদের মত উস্কানীমূলক বক্তব্যে পারদর্শী ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগে অদ্বিতীয় আর নেই। সৌদী আরব হতেও ওলামাদের

ডেকে আনা হয়েছে। এই সব কিছু কি হঠাৎ করে ঘটতে পারে? একদিকেতো নির্যাতন চালানো হচ্ছে। অপরদিকে সেই (নির্যাতনের) সমর্থনে আরো ওলামাদের ডেকে আনা প্রমাণ করে যে, অবশ্যই শত্রুরা এতে (ষড়যন্ত্রে) জড়িত রয়েছে নতুবা পৃথিবীর কোন বিবেকবান মানুষ নিজের দেশবাসীর বিরুদ্ধে উস্কানী দেবার লক্ষ্যে বহিরাগত উস্কানীদাতাকে নিমন্ত্রণ করতে পারে না। সুতরাং এই সকল ওলামা বিভিন্ন জায়গায় উস্কানীমূলক বক্তব্য রাখে এবং শেষে সরকারের নিকট দাবী জানানো হয় যে, আহ্‌মদীগণকে অমুসলিম ঘোষণা দাও নতুবা সমগ্র দেশে রক্তের নদী বয়ে যাবে। রক্তের নদী বয়ে যাবার সাথে যতটা সম্পর্ক তাতে বাংলাদেশের আহ্‌মদীগণ খোদাতা'লার ফযলে অত্যন্ত সাহসী। তারা দুর্বল কিন্তু হৃদয়ের দিক হতে দুর্বল নয়। তাদের ঈমান অত্যন্ত মজবুত। বাংলাদেশের আমীর সাহেব বার বার আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, হুযুর আপনি চিন্তা করবেন না, দোয়া করতে থাকুন। যদিও আশংকা রয়েছে কিন্তু প্রতিটি আহমদী পর্বতের ন্যায় দৃঢ়তার সাথে দণ্ডায়মান আছে এবং প্রত্যেক ধরণের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত রয়েছে। ঐ সকল নির্যাতিতগণ, যারা খুব বেশী কষ্ট পেয়েছেন ও গুরুতর আহত হয়েছেন তাদের মধ্যে একজনও উহ্ পর্যন্ত করেনি বা এই অভিযোগও করেনি যে, আমার সাথে এ কি হয়ে গেছে। তিনি জানিয়েছেন যে, আপনি বিশ্বাস রাখুন যত বড় পরীক্ষাই আসুক না কেন আল্লাহতা'লার ফযলে একজন আহমদীও এমন নেই, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। আগামীতে যদি কোন ঘটনা ঘটে সে সময়েও প্রতিটি আহমদী এক দেহ এক প্রাণ হয়ে নিজদিগকে কুরবানীর জন্য পেশ করে দেবে। সংক্ষিপ্তভাবে ইহা হলো সেই ঘটনা যা ইচ্ছাকৃতভাবে দুষ্টুমির জন্যে ষড়যন্ত্রের আকারে সেখানে ঘটেছে এবং অনুরূপ ঘটনা ঘটার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। আজকের সংবাদ এই যে, উলামাদের নেতৃত্বে একটি মিছিল ৪নং বকশীবাজার, যা আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের হেডকোয়ার্টার, সেদিকে পৌঁছায়–সেখানে এমন কিছু বাঁচেনি যাতে অগ্নি সংযোগ করা যেতে পারে তথাপি বহু আহমদী সব কিছু ত্যাগ করে দেবার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে সেখানে একত্রিত হয়েছিল। মিছিলটি কোন কিছু না করে গালমন্দ দিতে দিতে এবং অমুসলিম ঘোষণার দাবীর শ্লোগান দিতে দিতে অন্যদিকে চলে যায়। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদে গিয়ে তাদের দাবীসমূহ পেশ করে যা স্পীকার সাহেব গ্রহণ করে নেন। এই দাবীসমূহ এর পূর্বেও ডেপুটি স্পীকার সাহেব গ্রহণ করেছিলেন। মনে হয় বর্তমানে জনগণের দাবী হিসেবে ইহাকে এইরূপে পেশ করা হয়।

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত একটি ঐশী জামাত, এই যাবৎ জামাত অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। ইহা অতীব সত্য যে, এই সকল পরীক্ষায় জামাত সব ধরণের ত্যাগ স্বীকার করেছে। তারা জান–মালের কুরবানী পেশ করেছে, কিন্তু জামাত কখনও পিছপা হয়নি। বেশীর পক্ষে এই হয়েছে যে, কয়েকটি শুকনো পাতা ঝড়ে পড়েছে কিন্তু এর থেকে বেশী সবুজ

ও শক্তিশালী পাতার জন্ম হয়েছে যা ফলদানকারী হয়েছে এবং ফল দিচ্ছে। জামাতের ইতিহাস বলে, ইহা ঐ জামাত নয় যাকে যাঁতাকলে পিষ্ট করলে ক্ষুদ্রাকারে নির্গত হয়। ইহা সেই জামাত যা, অন্যান্য ঐশী জামাতের ন্যায় যাঁতাকলে পিষ্ট হবার পর বড় ও শক্তিশালী হয়ে নির্গত হয়েছে। ইহা যাঁতাকলের সাথে মিশে থাকে না।

আল্লাহ্‌তা'লা জানেন, ঐখানে কি হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি কতিপয় পরামর্শ সেখানকার সরকার, জনসাধারণ ও রাজনীতিবিদদের দিতে চাই। কিন্তু যাই হবে আমি নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, জামাতে আহমদীয়াকে দুনিয়ার কোন শক্তি অপমানিত, লাঞ্ছিত ও হেয় করতে পারবে না। ইহা আগের চেয়ে অধিকতর বড় হয়ে নির্গত হবে। প্রত্যেক পরীক্ষা জামাতকে শক্তি দান করেছে দুর্বল করেনি। সুতরাং এই পরীক্ষা কোন নূতন ধরণের পরীক্ষা নয়। এক শত বছর ধরে আমরা যে সকল পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি ইহা সেগুলোর মধ্য হতেই একটি পরীক্ষা। কিন্তু এর শুভ পরিণতি সম্পর্কে জামাতের কোন সন্দেহ নেই। কিছু দিন পূর্বে কানাডায় মসজিদ উদ্বোধনের যে অনুষ্ঠান ছিল এর সম্বন্ধে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হতে যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাথেকে জানা যায় যে, অনেক গয়ের আহমদী, যারা এই দৃশ্য দেখেছেন তারা, আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন যে, জামাত কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে। পাকিস্তানের একজন আহমদী সাংবাদিক আমাকে চিঠি লিখেছেন, যা আমি গতকাল পেয়েছি। তিনি লিখেন, এখানকার একজন বিখ্যাত সাংবাদিক যিনি ধর্মীয় বিষয়ে লেখালেখির ব্যাপারে পাকিস্তানে অতি পরিচিত, তিনি আমার নিকট এসে অনেকক্ষণ মাথা নত করে বসে থাকেন এবং তিনি অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন যেন তিনি কষ্টের মধ্যে রয়েছেন আর তিনি আমাকে বল্লেন, "রাত্রে আমি একজন আহমদীর ঘরে কানাডার মসজিদ উদ্বোধনের অনুষ্ঠান দেখি এবং সারা রাত এ ব্যাপারে আফসোস করতে থাকি যে, আমরা এত দিন কি করে আসছি, আমাদের চিন্তাশক্তির কি হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা কি করে দিয়েছি যার ফলে জামাতে আহ্‌মদীয়া এত অধিক উন্নতি লাভ করেছে। আমাদের চিন্তা ভাবনাতেই এই ব্যাপারটি আসেনি। কথাগুলো তো এভাবে নয়, কিন্তু চিঠির বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ করলে ইহাই দাঁড়ায় যা আমি আপনাদিগকে বলছি। এইরূপ ধারণা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। একটি আহলে হাদীস পত্রিকার লেখাও আমি আপনাদিগকে পড়ে শুনিয়েছিলাম এবং যদ্বারা জানা যায় যে, শেষ পর্যন্ত সেই সময় এসে গিয়েছে যে, ঘোরতর বিদ্বেষীগণও ইহা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে, তাদের চেষ্টা সত্যিই হতাশাব্যাঞ্জক ও নিষ্ফল হয়েছে, বিপরীত ফলদানকারী হয়েছে। তাদের এসকল প্রচেষ্টা জামাতে আহমদীয়াকে দুর্বল করার পরিবর্তে অধিক শক্তিশালী হবার সুযোগ করে দিয়েছে। বাস্তবে মোল্লা কাকে, কি শক্তি দান করবে? আসলে মোল্লার প্রতিনিয়ত নিকৃষ্টকর্মের ফলে, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে শক্তি দান করে থাকেন। অথচ এ বিষয়টি তারা

বুঝতে পারে না। যদি এই বিষয়টি জনগণ বুঝতে পারে অথবা বুদ্ধিজীবীগণ বুঝতে পারেন তাহলে আগামীতে তাদের যে পরিকল্পনা রয়েছে, এরূপ বুঝার কারণে তা বানচাল হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের জন্যে বিষয়টি বুঝা দুষ্কর এ জন্যে যে, যদি তারা আমাদিগকে ছেড়ে দেয় তবুও আমরা উন্নতি করি আর আমাদের পিছনে পড়লেও আমরা উন্নতি করি। তারা যাবে কোথায়? হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)–এর উপর হযরত ঈসা (আঃ)–এর এই প্রসিদ্ধ বাক্যটি প্রযোজ্য হয় যে, আমি কোণের পাথর, যে আমার উপর পড়বে সে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং আমি যার উপর নিপতিত হব সেও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অতএব হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)–এর জামাত তো সেই কোণের পাথরের জামাত। কোণাতে সেই পাথর স্থাপন করা হয় যা সবচেয়ে বেশী মজবুত। কুরআন মজীদের 'কাফেরদের মোকাবেলায় কঠোর' উক্তিটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ব্যবহার করেছেন যা সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী হয়ে থাকে। তার উপর যে বস্তুটি পড়ে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়, যার উপর সে পতিত হয় সেও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। সুতরাং আমাদিগকে ছেড়ে দিলেও তারা মারা পড়ে এবং পিছনে লাগলেও মারা পড়ে। তাহলে তারা করবে কি? তাদের জন্যে একই রাস্তা যে, তারা ঈমান নিয়ে আসুক। আল্লাহ্তা'লা একবার নয় দু'বার নয় এক বছর নয় দু'বছর নয় ক্রমাগত শতবর্ষ ধরে যে সকল ঐশী সমর্থন ও নিদর্শন দেখিয়ে আসছেন তদ্বারা একটি অন্ধ ব্যক্তিও উপলব্ধি করতে পারে যে, খোদাতা'লার সমর্থন আমাদের সাথে আছে তাদের সাথে নেই। প্রত্যেক বারের কার্যাবলীর ফল কি অর্থ বহন করে? যাই হোক খোদাতা'লা যাদিগকে তাদের মন্দ কর্মের জন্যে পথভ্রষ্ট করেন তাদের কোন চিকিৎসা নেই। তারা দেখতেও পায় না শুনতেও পায় না। আর না তারা সত্য প্রকাশের সাহস রাখে। কিন্তু জনগণের একটি বড় অংশ এমন রয়েছে যাদের উপর এই অবস্থা প্রযোজ্য হয় না। অধিকাংশ লোক এমন রয়েছে যারা অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে এই সকল কার্যকলাপ করছে। গুটিকতক লোক এমন রয়েছে যাদেরকে আপনারা নেতা বলে অভিহিত করুন অথবা দুর্ভাগা বলে অভিহিত করুন তারা প্রজ্ঞা হতে বঞ্চিত। কুপ্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করার ফলে তারা প্রত্যেকবার জাতিকে ধ্বংসের দোড় গোড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এগুলো সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যা পাকিস্তানের বারটা বাজিয়ে দিয়েছে। যখন থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন থেকে ক্রমাগতভাবে মৌলভীদের নির্যাতন ও তাদের ভুলপথ প্রদর্শনের ফলে জাতির অবস্থা মন্দ থেকে মন্দতর হচ্ছে। আমি বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে নসীহত করছি, তারা যদি গোটা ধর্মীয় ইতিহাসকে অথবা কিছু দিন পূর্বের ইতিহাসকে গভীরভাবে পর্যালোচনা না করতে পারেন তা হলে বর্তমানে ধর্মীয় ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিন। জামাতে আহ্মদীয়ার একশত বছর কিসের সাক্ষী দিচ্ছে। তাদের সামনে কি সত্য উপস্থাপন করছে? ইহা কোন অতীতের কথা নয়, ইহা তো আজকের জীবন্ত ইতিহাস। যা এই বিষয়গুলিকে সুস্পষ্টভাবে তাদের সামনে তুলে ধরছে। এথেকে

নসীহত গ্রহণ করুন। আসলে তাদের অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা উচিৎ এবং দেখা উচিৎ যে, সেখানে কি ঘটেছে এবং ঘটছে। তাদের আরও দেখা উচিৎ যে, এর পূর্বে যে সকল লোকেরা এইরূপ কর্ম করেছে তাদের সাথে খোদার তকদীর কি ব্যবহার করেছে। যেভাবে কিনা এই মোল্লারা বলছে যে, তুমি যদি আমাদের সাথে থাক তাহলে তোমার নাম অমর হয়ে যাবে। তোমার বিরুদ্ধবাদীগণ ধ্বংস হবে, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিবিদদের রাজনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে, তুমি স্থায়ীত্ব পাবে। ইহা ছাড়াও এই কর্মের জন্যে কৃতিত্বও তুমি পাবে। সবার ইহা জানা উচিৎ যে, ঐ হাত যা কৃতিত্বের মালা গলায় পড়িয়ে দেয় সেই হাত আবার ফাঁসির দড়িও পরিয়ে দিতে পারে। এই হাতের উপর কোন ভরসা নেই। এই ইতিহাসতো পুরোনো নয়। যে সকল ব্যক্তি মৌলভীদের পক্ষ থেকে মালা পরার লালসায় ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে তাদের পরিণাম আপনাদের সামনে রয়েছে।

আল্লাহ্‌র সুন্নত অনুযায়ীই এই পরিণাম হয়ে থাকে। এর মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا (আল্লাহ্‌র সুন্নতে কোন পরিবর্তন নেই) وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (আল্লাহ্‌র সুন্নতে কোন পরিবর্তন নেই) চারদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখুন আল্লাহ্‌র নীতিতে কোন পরিবর্তন নেই। ইহাই সুন্নত যা পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে। সুতরাং জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান হউন। যদি কোন ভুল করে থাকেন, তাহলে এখনও সময় আছে, উহা হতে তওবা এবং ইস্তেগফার করুন। অত্যাচারের পথ অবলম্বন করে ঐ পরিণামে পৌছাবেন না যেই পরিণাম আল্লাহ্‌তা'লা অত্যাচারীদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। যতটুকু জাতির সাথে সম্পর্ক রয়েছে জাতিও নিষ্পেসিত হবে। জাতির প্রধানের দ্বারা ভুল সিদ্ধান্ত হলে গোটা জাতির উপরে এর মন্দ প্রভাব পড়তে থাকে এবং বিপর্যয়ের যাঁতাকলে জাতি এইভাবে নিষ্পেষিত হতে থাকে। আর বার বার এমন ভয়ংকর পরীক্ষার মধ্যে পড়তে থাকে যাথেকে জাতির বেরিয়ে আসার কোন পথ থাকে না। পাকিস্তানের ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণ করুন। সেখানে দাবী করা হয়েছিল যে, এই যুগে ইসলামের এমন খেদমত করা হচ্ছে অর্থাৎ আহমদীদিগকে অমুসলিম সংখ্যালঘু আখ্যা দেয়ার মত উজ্জ্বল খেদমত ইসলামের ইতিহাসে আর খুঁজে পাবেন না। এত মহান কাজ সেখানে করা হচ্ছে যদ্দরুন সেই ব্যক্তি যার দ্বারা এই কর্ম সম্পাদিত হচ্ছে সে সব সময়ের জন্য খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করে নিবে এবং আরশে তার গুণগান করা হবে। অমর হয়ে যাবে সে এবং ইসলাম উন্নতি করবে, চারদিকে ইসলামের সুনাম বৃদ্ধি হতে থাকবে। এ হলো সেই জান্নাতের চিত্র যা মৌলভীরা (পাকিস্তানে) তুলে ধরেছিল। কিন্তু বাস্তবে সেই জান্নাতের যে দৃশ্য সামনে এসেছে সে চিত্রটি অত্যন্ত ভয়ানক। আমি শুধু তার দু' একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যাতে বাংলাদেশে যারা শুনছেন তারা

বুঝতে পারেন, আর যারা শুনছেন না তাদের জন্য যেন এই পয়গাম পৌঁছে দেয়া হয়। এই বিষয়গুলিকে সর্বদা সামনে রাখা উচিৎ।

তাদের দ্বারা ১৯৭৪ সনে পাকিস্তানে যা সংঘটিত হয়েছিল এবং তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৪ সালে আরও ঘটনাবলী সংঘটিত হয়। তারপর থেকে নির্যাতন ও নিগ্রহের একটি কাহিনী রচিত হয়ে আসছে। তার পরিণামে কি হয়েছে? তার সম্বন্ধে পাকিস্তানের সাবেক আইন মন্ত্রী জনাব এ, কে ব্রোহী বলেন, "বৃক্ষের পরিচয় ফল দ্বারা হয়ে থাকে। পৃথিবীবাসী আমাদের মন্দ কর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে ইসলাম সম্বন্ধে মন্তব্য করে। আমার মনে হয় যে, আজ আমরা যদি এই ইসলাম হতে পৃথক হয়ে যাবার ঘোষণা দিই তাহলে ইউরোপের একটি বিরাট অংশ ইসলাম গ্রহণ করবে।" যদি ইসলামের খেদমত করতে হয় (ব্রোহী সাহেবের মতে) তবে ইহাই সেই পথ! আপনারা ঐ ইসলামে প্রবেশ করুন যা হতে আপনারা আমাদিগকে পৃথক করতে চান, যা দেখে ইউরোপের লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করছে। অত্যাচার ও নির্যাতনের ইসলাম হতে তওবা করুন। ইহা কখনও হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর ইসলাম হতে পারে না। কেননা, ইহা সম্ভব নয় যে, ইসলাম হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর হোক আর মানুষ তা দেখে তওবা করুক। ব্রোহী সাহেব জামাতের (আহমদীয়া মুসলিম জামাত) কোন প্রশংসাকারী নন। তিনি জামাতে ইসলামীর শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি সর্বদা প্রকাশ্যে জামাতে ইসলামীর সমর্থন করে আসছেন। তিনি ইসলামের এত খেদমত করার প্রচেষ্টার ফল উপরিল্লিখিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেন, "বৃক্ষের পরিচয় ফল দ্বারা। আজ আমরা যদি ঐ ইসলাম হতে পৃথক হয়ে যাই তাহলে ইউরোপের একটা বড় অংশ ইসলামে প্রবেশ করবে। যখন তারা ঐ সকল দেশগুলিকে দেখে যাদের উপর ইসলামী রাষ্ট্রের লেবেল লাগানো রয়েছে তখন তাদের (ইউরোপবাসীদের) পদক্ষেপ ইসলামের দিকে অগ্রসর হতে থেমে যায়। ইসলাম প্রচারের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা আমরা নিজেরাই।"

সৈয়্যদ কাউসার সিরাজী সাহেবের ১৯শে জুলাই, ১৯৯১ তারিখের লেখনী হতে একটি অংশ তুলে ধরছি। তিনি লিখেন,-"আমি বর্তমান বছরের এক একটি ক্ষণ ও এক একটি মুহূর্তকে সামনে রেখেছি। আমার এমন মনে হয় যেন চারদিকে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, বারুদের ধোঁয়া ছড়িয়ে রয়েছে। বোমা বিস্ফোরিত হচ্ছে। মানুষের আর্তনাদের রোল উঠছে, গোলাগুলি হচ্ছে, দাঙ্গা হচ্ছে, ক্রমাগত লুঠতরাজ হচ্ছে, বর্বরতা ও হিংস্রতার আবর্তে নগরবাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত ও আশ্চর্যান্বিত। হে খোদা! এ কি হচ্ছে, কেয়ামত আর কাকে বলে? আল্লাহ্‌র আযাব নাযেল হচ্ছে, কিছুই তো অবশিষ্ট রইল না।" প্রশ্ন হলো এই যে,

যা কিছু পাকিস্তানে হয়েছে তা যদি ইসলামের খেদমত হয়ে থাকে তাহলে তিনি কেমন খোদা যার ধর্মের আপনারা সেবা করছেন। হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)–এর খোদা তো এমন ছিলেন না। কেননা, তিনি তো নগণ্য থেকে নগণ্য সেবকদের সেবাকে আশ্চর্যজনকভাবে আশীষমণ্ডিত করেছেন। যদি কেউ একটি রুটি তাঁর রাস্তায় কুরবানী করেছে তার ধনদৌলতে আল্লাহতা'লা এত বরকত দিয়েছেন যে, বংশ পরম্পরায় সেই কল্যাণ অফুরন্ত সাব্যস্ত হয়েছে। ছোট ছোট ত্যাগ স্বীকারকারীদের তিনি সিংহাসনের অধিকারী করে দিয়েছেন। ইনিই হলেন সেই খোদা যিনি তাঁর রাস্তায় ত্যাগ স্বীকারকারীদের কল্যাণমণ্ডিত করেন। তাদের সাথে প্রেম ও প্রীতির ব্যবহার করেন। তোমাদের দাবীতে যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক তাহলে এ কেমন খোদা বা কার খোদা যে, এমন ব্যবহার করছেন। তোমরা যদি সত্যবাদী হতে তাহলে তোমাদের সাথে কখনও এমন ব্যবহার করা হতো না। আমি তোমাদের ভাষায় কথা বলছি, তোমাদের কেমন খোদা যে, তোমরা তোমাদের কথা অনুযায়ী যতই তাঁর ধর্মের সেবা করছ ততই তিনি তোমাদের লাঞ্ছিত করছেন এবং এমন লাঞ্ছিত ও অপমানিত করছেন, এমন আযাব তোমাদের প্রতি বর্ষণ করছেন যে, গোটা জাতি সেজন্য বিচলিত হয়ে আর্তনাদ করছে। কোন আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না। মুক্তির কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এই ইসলামী রাষ্ট্র (পাকিস্তান) ডাকাতের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে আইনের রক্ষকরা আইন প্রণয়নকারী লোকদেরই ধনদৌলত লুটপাট করছে এবং তারা আইনভঙ্গকারীদেরকে সবচেয়ে বেশী সমর্থন করছে। পাকিস্তানের দুরবস্থাতো অত্যন্ত পরিষ্কার। গোটাদেশ এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত যে, সেখানকার এমন কোন স্থান নেই যেখানকার অধিবাসীরা এই পরিস্থিতিতে আর্তনাদ না করছে। তারা বলছে, কি হয়ে গিয়েছে। বস্তুতঃ এরা (মোল্লারা) ধর্মের কি সেবা করতে পারে। আল্লাহ্তা'লার ধর্মের অবমাননার শাস্তি তারা পাচ্ছে। এমন শাস্তি যে, ১৯৭৪ এর পর থেকে এই দেশটি আর শান্তির মুখ দেখেনি।

বাংলাদেশের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও বুদ্ধিজীবীদের আমি বিনীত উপদেশ দ্বারা বুঝাতে চাই যে, (পাকিস্তানের মত) মুর্খতার পুনরাবৃত্তি করবেন না। যদি করেন তাহলে এমন অন্ধকার আপনাদিগকে ঘিরে নিবে যা হতে নিস্কৃতির কোন পথ খুঁজে পাবেন না। ইহা একটি অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। বিভিন্ন ধরণের দুর্যোগের শিকার এ দেশটি। পৃথিবীতে এমন দরিদ্র রাষ্ট্র খুব কমই আছে। কাপড়ের অভাবে একটি বড় অংশ সাধারণ দুই একটি কাপড় পরিধান করেই জীবন অতিবাহিত করে। একটি বড় অংশ এমন রয়েছে যা একবেলা খাবার পেয়েই তুষ্ট হয়ে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যদি কেবল ভুল পদক্ষেপের কারণে খোদাতা'লার অসন্তুষ্টি অর্জন করে ফেলেন তাহলে (দেশের) অবস্থা আরও দুর্যোগময় হবে। যদি

আপনারা অশোভনীয় কাজ করেন তাহলে ইতিহাস আপনাদিগকে কখনও ক্ষমা করবে না। মোল্লারা ইসলামের নাম নিয়ে আপনাদের বলছে, ইহা একটি মহান সেবা, কেননা নাউযুবিল্লাহ এক ব্যক্তি হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)–এর নবুওয়াতে হস্তক্ষেপ করেছে। ইহা এমন একটি অশোভন কথা যা হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)–এর অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে কে, কোন মা এমন সন্তান জন্ম দেয়নি, যে হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)–এর সম্মান ও নবুওয়ত–এ হস্তক্ষেপ করতে পারে? এমন কোন ব্যক্তির জন্ম হয়নি। যদি এমন কোন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, তাহলে খোদাতা'লা এ পৃথিবী হতে তার অস্তিত্ব মিটিয়ে দিবেন। সুতরাং ইহা এমনই একটি বাজে কথা, মিথ্যা ছাড়া এর আর কোন বাস্তবতা নেই। জনসাধারণ এমনকি বুদ্ধিজীবীরাও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে অনেক সময় এ মিথ্যা ও ফাঁকা আওয়াজ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে যান। তারা বলেন, হস্তক্ষেপ করেছে। কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করুক কিসে হস্তক্ষেপ করেছে? তোমাদের মনে কি শুধু হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)–এর আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে? আল্লাহ্‌র জন্য কি তোমাদের কোন আত্মমর্যাদাবোধ নেই? তোমাদের কথা অনুযায়ী তো আজ পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে হস্তক্ষেপ করে আছে। যারা মূর্তি পূজারক তারাও খোদাতা'লার অস্তিত্বে হস্তক্ষেপ করে আছে। খোদার নবীকে খোদার পুত্র বানিয়ে দিয়েছে, এমন লোকদের সংখ্যাও অধিক। অতএব এরা তোমাদের কথা অনুযায়ী খোদাতা'লার অস্তিত্বকে লুটে নিয়েছে। খোদার সম্মানে হস্তক্ষেপ করেছে, কিন্তু তবুও কি তোমাদের অন্তরে খোদাতা'লার জন্য আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে না!

ভারতে যা কিছু ঘটেছে সেদিকে কারোও দৃষ্টি নেই। যদি জেহাদ করতে হয় তাহলে ঐ সকল দেশে গিয়ে জেহাদ কর যেখানে মুসলমানদের উপর নির্যাতন হচ্ছে। সেই সকল দেশে মৌলভীদের সবচেয়ে প্রথমে প্রেরণ করা উচিত। কেননা, তাদের দাবী যে, তারা শাহাদতের মর্যাদা লাভের জন্য অতি আগ্রহী। কাশ্মীরের যে সীমান্ত রেখা রয়েছে সেখানে জনগণকে বাধা দেয়া হয়েছিল সেখানে মৌলভীদের দলে দলে প্রেরণ করা উচিৎ ছিল যাতে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করার আগ্রহ তো তাদের একবার পূর্ণ হতো; কিন্তু এরা সর্বদা পিছনে থাকে। যেখানে মৃত্যুর ভয় থাকে সেখানে যেতে যেন তাদের আত্মা কেঁপে ওঠে। কোন দুর্বল নিরীহ ব্যক্তির উপর অত্যাচারের বিষয় হলে সিংহের ন্যায় গর্জন করে বিচরণ করতে থাকে তারা। ১৯৭৪ সনের একটি ঘটনা মনে পড়েছে। গুজরাঁওয়ালার একটি গ্রামে মৌলভীগণ একটি বড় দল নিয়ে আক্রমণের জন্য আসে। তারা যখন আক্রমণে উদ্যত হলো সে মুহূর্তে একজন বললো, আক্রমণ করার আগে ভেবে নাও, কেননা তারা সংখ্যায় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আর বলছে আমরা একজনের বদলে দশজনকে নিয়ে মরব।

এই খবর শুনে পুরো মিছিলটি ভীত হয়ে পড়ল এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, প্রথমে কে থাকবে? একজন মৌলভীদের বলল, আপনারা আগে থাকুন কেননা আপনারা আমাদিগকে শাহাদতের অনুপ্রেরণা দিয়ে এখানে এনেছেন। তখন মৌলভীদের জীবন বাঁচানো কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। কেউ বলল, আমি বন্দুক চালাতে পারি না, কেউ বলল, আমি কষ্টের মধ্যে আছি, যখন মিছিলকারীরা মৌলভীদের এই অবস্থা দেখল তারা বলে উঠল, আমাদের জীবন কেন নিতে চাচ্ছ? চল ফেরৎ যাই। সুতরাং গ্রামের দোড় গোড়া হতে মিছিলটি ফেরৎ আসল। অতএব সরকারের উচিৎ মৌলভীদের সত্যতা যাচাই করার জন্য যেন তাদের পরীক্ষা নেন। যে সমস্ত জায়গায় মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে, তাদের সেখানে প্রেরণ করা হউক। আমি কিছুদিন পূর্বে জুমুআর খুৎবায় বলেছিলাম যে, বসনিয়ার মাটি আমাদিগকে জেহাদের জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি ঘোষণা করেছিলাম যে সমস্ত দেশ মুসলিম সরকার দ্বারা পরিচালিত তাদের দ্বারা জেহাদ হতে পারে। যেখানে অমুসলিম সরকার প্রতিষ্ঠিত সেখান থেকে জেহাদ পরিচালনা করা যেতে পারে না। যেমন তুরস্ক ও পাকিস্তান হতে জেহাদ হতে পারে অর্থাৎ সেখানকার সরকার জেহাদের ঘোষণা দিক, আমি তাহাদিগকে আশ্বস্ত করে দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে এই জেহাদে আহমদীগণ প্রথম সারিতে থাকবে। কিন্তু আপনাদের জন্য বিষয়টি কঠিন এই জন্য যে, আপনারা আমাদিগকে মুসলমান মনে করেন না। তাই আমাদিগকে জেহাদের জন্য ব্যবহার করতে চাইবেন না। আমার পরামর্শ হলো, মৌলভীগণকে কেন বসনিয়াতে প্রেরণ করছেন না। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সকল মৌলভীদিগকে একত্রিত করে সৈন্যদল গঠন করে বসনিয়াতে পাঠানো হউক, যাতে তারা শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারেন। অতএব মোল্লাদের কার্যকলাপ বলে দেয় তারা প্রতারক। বাংলাদেশেও তাদের একই অবস্থা, যেখানে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে, বার্মায় কয়েকটি স্থানে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। বার্মা হতে একটি বড় সংখ্যার উদ্বাস্তু (বাংলাদেশে) এসেছে। তাহলে বার্মার দিকে কেন Front খুলে নেন না।

নিরীহ আহমদীদের উপরই আক্রমণ করতে হবে? যারা নিজেদের নগণ্য সংখ্যার দরুণ, অসামর্থ্যের দরুণ নিজেদেরকে রক্ষা পর্যন্ত করতে পারে না। তাদের জন্য তো এটা ধৈর্যের সময়, নির্যাতিত হবার সময়, এরই মধ্যে তারা জীবন যাপন করবে। কিন্তু তারা নির্যাতনকে ভয় করে না। তারা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ভীত নয়। আপনারা আসুন তাদের বড় ছোট ও শিশুদেরকে হত্যা করুন তবুও তারা মাথা নত করবে না। কেননা এইরূপ অত্যাচার পূর্বেও করা হয়েছে। ইহার অভিজ্ঞতাও তাদের রয়েছে। যদি তোমরা সত্য সত্যই শাহাদতের মর্যাদা লাভের ইচ্ছা পোষণ কর তাহলে ইহার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো এই যে, তোমরা বার্মার দিকে Front খুলে নাও। বাংলাদেশ সরকারের উচিৎ যখন

তাঁরা লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় মোল্লাদের সৈন্যদল পাচ্ছে তাদেরকে সীমান্তে প্রেরণ করে এই ঝগড়ার নিষ্পত্তি করা দরকার যাতে রাজনীতি কলুষমুক্ত হয় আর শান্তি বিরাজমান হয়। অতএব বোকার মত কোন পদক্ষেপ নিবেন না। বাস্তবে ভেবে দেখুন আসল ব্যাপারটা কি। হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)–এর নবুওয়তের উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং কেয়ামত কাল অবধি এমন কেউ সৃষ্টি হবে না যে, (নবুওয়তে) হস্তক্ষেপ করতে পারে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তো তাঁর দাসত্বের দাবী করেছেন। ভালবাসার প্রেমিক (গোলাম) হবার দাবী করেছেন। তিনি বলেছেন, "তাঁর সামনে আমার অস্তিত্ব তুচ্ছ এবং এটাই প্রকৃত মীমাংসা। আমি যা কিছু পেয়েছি তা তাঁর থেকেই উৎসারিত।" হে খোদা! তুমিই এ ব্যাপারে সাক্ষী। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)–এর রচিত পুস্তকাবলী পড়ে দেখুন হুযুর (সাঃ)–এর কেমনতর প্রেমিক ছিলেন তিনি। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর প্রেমে বিভোর হয়ে তিনি আরবী, উর্দু ও ফারসীতে যা লিখে গেছেন তার দৃষ্টান্ত সমগ্র ইসলামী বিশ্বে খুঁজে পাবেন না। অতএব, প্রজ্ঞাবান হউন, দেখেতো নিন যে, কার উপর 'কাফের' হবার ফতওয়া লাগাতে যাচ্ছেন। তিনি তো শুধু সেই মাহ্দী হবার দাবী করেছেন যার আগমনের সুসংবাদ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) দিয়েছেন আর যার সমর্থনে আকাশে চন্দ্র, সূর্যও সাক্ষী দিয়েছে। তার দাবী হলো এই যে, তিনি সেই প্রতিশ্রুত মসীহ যিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর দাসত্বে খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জেহাদের ভিত্তি রাখবেন, আন্দোলন করবেন। নবুওয়তের যে ব্যাপারটি রয়েছে সে সম্বন্ধে জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বাস এই যে, মসীহে মাওউদ এর মর্যাদা নবুওয়তের দাস অর্থাৎ নবুওয়তের আনুগত্যকারীর উল্লেখ কুরআন মজীদে আছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কখনও স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও শরীয়তবাহী নবী হবার দাবী করেননি। বরং এমন ব্যক্তির উপর তিনি অভিশাপ প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন, ইসলামের সাথে এমন ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)–এর দাবীতো শুধু মাত্র মসীহ ও মাহদী হবার। আমরা দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করে থাকি যে, উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে যে মসীহ মাওউদ আসার কথা ছিল তিনি হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)–এর অনুগামী নবী হবেন। উম্মতি নবীর সম্পর্কে কুরআনে মজীদ সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেই আয়াতকে যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন হতে বের না করে দাও ততক্ষণ পর্যন্ত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)–এর উপর কোন দিক হতে আক্রমণ করার অধিকার তোমাদের নেই। এই কথা বলারও অধিকার নেই যে, তিনি নাউযুবিল্লাহ কুরআন বিরোধী নবুওয়তের দাবী করেছেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ্তা'লা বলেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝ (৪ঃ৭০)

কত স্পষ্ট ঘোষণা, খাতামান্নাবীঈন (সাঃ) সংক্রান্ত আয়াতও সত্য। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কসম খেয়ে বলেছেন যে, আমরা এই আয়াতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। কুরআন শরীফের কোন আয়াত অপর আরেক আয়াতের বিরোধী হতে পারে না। এই আয়াতকে (খাতামান্নাবীঈন সংক্রান্ত) উপরে বর্ণিত আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়ে দেখ, তাতে ঘোষণা রয়েছে যে, আনুগত্যের নবুওয়ত ব্যতিরেকে সকল প্রকারের নবুওয়তের দ্বার বন্ধ। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর আনুগত্যের নবুওয়ত চিরকাল বহমান থাকবে। وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ) অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর আনুগত্য করবে فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ (এদের মতে কেউ হবে না) ইহারাই এই সকল লোক যারা পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন। তোমরা বলে থাক যে, নবুওয়ত বন্ধ। অপরদিকে কুরআন মজীদ ঘোষণা দিচ্ছে এখন হতে প্রত্যেক ধরণের পুরস্কার হযরত মোহাম্মদ (সঃ)–এর সাথে সম্পর্ক করে দেয়া হয়েছে। مِّنَ النَّبِيّٖنَ নবীদের মধ্যে হতে হবে। وَالصِّدِّيْقِيْنَ সিদ্দীকগণের মধ্য হতে হবে وَالشُّهَدَآءِ শহীদদের মধ্যে হতে হবে, وَالصّٰلِحِيْنَ সালেহীনদের মধ্যে হতে হবে وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا অর্থাৎ তারা কতই না উত্তম সঙ্গী হবেন। নবী, সিদ্দীক, ও শহীদ ও সালেহীন হবার পুরস্কার পেতে পার কিন্তু তা শর্ত সাপেক্ষে। আর তা হলো, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর পূর্ণ আনুগত্যে। যার আনুগত্য যত উচ্চ মার্গে পৌঁছুবে সে তত বড় মর্যাদায় উন্নীত হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) দাবী করেছেন, আমি যা কিছু পেয়েছি তার সব কিছুই তো হযরত মোহাম্মদ (সঃ)–এর দাসত্বে ও আনুগত্যে পেয়েছি। ইহাকে তোমরা স্বাধীন নবী আখ্যা দিতে পার না। এই রাস্তা তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কিয়ামত কাল অবধি "উলিল আমর" নবী। কেয়ামত পর্যন্ত কেউ তাঁর শরীয়তকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করতে পারবে না। তিনি "খাতাম।" তিনি না শুধু নিজের যুগের অধিপতি, বরং সর্বকালের সর্বযুগের। এ ব্যাপারে তোমরা ফিৎনা ও ফ্যাসাদ করছ। খোদার কাছে তোমরা কি জবাব দিবে। খোদাতা'লা তো কোন কাজ বাকী রাখেন না। এমন দুর্ভাগা যারা আল্লাহ্‌র কালামকে বিকৃত করে জঘন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তাদেরকে এই পৃথিবীতেও শাস্তি দেয়া হয়। আমি ইতিহাসের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরেছি সে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত্যুর পরে কি হবে তা খোদা জানেন, কিন্তু এ পৃথিবীতে এমন ব্যক্তিকে আল্লাহতা'লা ছাড়েন না বরং একের পর এক শাস্তি দিতেথাকেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের আমি নসীহত করছি যে, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিন। প্রজ্ঞাবান হউন, নিজ জাতিকে এমন লাঞ্ছনার মধ্যে ঠেলে দিবেন না।

যেখানে যেতে তো দেখা গেছে কিন্তু বের হতে কখনো দেখা যায়নি। রাজনীতিবিদদের তো এ অধিকারই নেই যে, ধর্মীয় ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেয় অথবা কারও দাবীর বিরুদ্ধে মীমাংসা দেয়। তাহলে বিষয়টি মুর্খতা বলে সাব্যস্ত হবে। কোন দেশে রাজনীতির ধর্মীয় অধিকার কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা নেই। হুমকি দেয়া হচ্ছে যে, সিদ্ধান্ত না দিলে সেখানে রক্তের নদী বইয়ে দেয়া হবে। বাংলাদেশে রক্তের নদী বইয়ে দিলে দায়দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। যে রক্তপাত হবে তা তো বাঙালিরই রক্ত হবে। এবং বাংলাদেশের নেতাদের উপর সেই প্রতিটি রক্তবিন্দুর দায়দায়িত্ব বর্তাবে। জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের সাথে ন্যায় বিচারের দায়িত্ব সরকারের উপর। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেই রক্তের প্রতিটি বিন্দুর দায়দায়িত্ব তোমাদের স্কন্ধে পড়বে। বাংলাদেশে যে রক্ত বইবে সেই রক্ত না তো মুসলমানের না হিন্দুর বরং বাঙালির রক্ত হবে। মযলুমের রক্ত না তো কোন ধর্ম রাখে না কোন বর্ণ। উহাতো শুধু মযলুমেরই রক্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদেরকে বুদ্ধি দান করুন। রাজনীতিবিদদের তো কোন অধিকার নেই যে, এমন ধর্মীয় বিষয়ে দখল দেয়। এর জন্য রাজনীতির সৃষ্টি হয়নি। রাজনীতির জগৎ একটি পৃথক জগৎ তার উপর এমন বিষয়ে দখল দেয়া উচিত হবে না, যে বিষয়ে দখল দেবার অধিকার খোদাতা'লা কাউকে দেয়নি। মোল্লারা দাবী করে থাকে, অমুক ফিরকার লোক অমুসলিম। অমুক ফিরকার লোক অমুসলিম। চৌদ্দশত বৎসর ধরে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে জঘন্যভাবে কাফেরের ফতোয়া দিয়ে আসছে। তারা এমন কঠোরতার সাথে কাফেরের ফতোয়া প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিয়েছে যে, অমুক ফিরকার লোক শুধু যে কাফের তাই নয়, বরং জাহান্নামীও এবং আরও ফতোয়া দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই ফতোয়া সম্বন্ধে সন্দেহ করে সেও অমুসলিম ও জাহান্নামী। এই সকল ফতোয়া আজও বিদ্যমান আছে। বাংলাদেশের জামাতকে নসীহত করছি যে, তাৎক্ষণিকভাবে এই সকল ফতোয়াকে প্রকাশ করে সমগ্র দেশবাসীকে জানিয়ে দিতে যে এরা হলো সেই সকল মোল্লা যারা অতীতে একে অপরের বিরুদ্ধে এইভাবে ফতোয়া প্রদান করেছে। যখন আহমদীয়াতের জন্ম হয়নি তখনও এই সকল মৌলভী একে অপরের বিরুদ্ধে এইরূপ ফতোয়া দিয়ে এসেছে। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তিদের কথা শুনে কেন নিজেদের রাজনীতিকে ধ্বংস করছেন? ইহা বস্তুতঃ এমনই একটি ষড়যন্ত্র যা পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও করা হয়েছিল। আহমদীদের রক্ষাকারী তো আল্লাহ্‌তা'লা এবং নির্যাতিত হবার সূত্রেও আল্লাহ্‌র হেফাযত রয়েছে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের রক্ষক তো খোদা নন। কোন রাজনীতিবিদ ভুল করলে তো তার মাশুল তাকে সারা জীবন ধরে দিতে হয়। পাকিস্তানের রাজনীতি আজ তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

তারা দিন দিন নিরুপায় ও নিঃসঙ্গ হতে চলেছে। ইহার একমাত্র চিকিৎসা যা কিছু তোমরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছ তা বাতিল করে দাও। যেভাবে আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, রাজনীতিবিদ তো দূরের কথা ধর্মীয় নেতাকেও আল্লাহ্‌তা'লা কাউকে অমুসলিম আখ্যা দেয়ার অধিকার দেয়নি। যদি কারো অধিকার থেকে থাকতো তবে তার অধিকারী হতেন হযরত রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং। হযরত রসূলে করীম (সাঃ)–এর গোটা জীবনে এমন কোন ঘটনা নেই যে, কেউ নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করেছে আর হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) বলেছেন, তুমি মুসলমান নও। এ ব্যাপারে আমি মৌলভীদের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে, আপাদমস্তক দ্বারা শক্তি প্রয়োগ করেও এমন কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে না। ইহাতো তখনকার সেই উজ্জ্বল ইতিহাস যখন ইসলাম উন্নতি করছিল, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। খোদাতা'লার প্রতাপ ও সৌন্দর্য হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)–এর নসীহতে বিকশিত হচ্ছিল সেই সময়ও এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। এই সত্তা যিনি খোদা হতে জ্ঞান প্রাপ্ত হতেন এবং খোদার তরফ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা কথা বলতেন, যাঁর দৃষ্টি মানুষের হৃদয়ের উপরও ছিল তিনিও কখনো কাউকে মুসলমান দাবী করার পর অমুসলমান বলে আখ্যা দেননি এবং তা এজন্য যে, তিনি প্রজ্ঞায় ভরপুর ছিলেন। সূর্যের আলো তাঁর প্রজ্ঞার সামনে ম্লান, কেননা মানুষের প্রজ্ঞার জ্যোতিঃ জাগতিক আলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে যেভাবে প্রজ্ঞা উন্নতি করতে থাকে তেমনিভাবে সেই প্রজ্ঞা অন্যান্য জাতির উপর বিজয় লাভ করতে থাকে। আমি যা বলছি তা বাস্তব সত্য, বাড়িয়ে বলছি না যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) যে উজ্জ্বল প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন তেমন প্রজ্ঞার অধিকারী তাঁর পূর্বেও কেউ ছিল না তাঁর পরেও কেউ হবে না। তিনিই একমাত্র সত্তা যাঁর মাঝে প্রজ্ঞা অধিকতর উজ্জ্বল বিদ্যমান ছিল। আলোর সাথে অন্ধকারের কোন সম্পর্ক নেই। তাই তিনি (সাঃ) কখনও কোন ভুল মীমাংসা করেননি। আল্লাহ্‌তা'লা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا অর্থাৎ আরবের বেদুঈনগণ বলে, আমরা ঈমান এনেছি قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا হে মোহাম্মদ (সাঃ)! তুমি তাদের বলে দাও অর্থাৎ আল্লাহতা'লা তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, বল, তোমরা ঈমান আনোনি وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا তবুও আমি তোমাদিগকে এই অধিকার দান করছি যে, তোমরা নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করো। وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ তবে ঈমান তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশও করেনি। কিন্তু তোমরা দাবী করছো যে 'আমরা ঈমান এনেছি'। খোদাতা'লা বলছেন, তোমরা ঈমান আনো নি। কিন্তু তোমাদের মুসলমান দাবী করার অধিকার সংরক্ষিত আছে। তোমাদিগকে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর দিকে আরোপিত হবার অধিকার হতে বঞ্চিত করবো

না। ইহা সেই পবিত্র আয়াত যা গোটা বিষয়বস্তুকে পরিষ্কার করে আমাদের সামনে তুলে ধরছে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পূর্বেও তিনি (সাঃ) কাউকে অমুসলিম আখ্যা দেন নি। আর এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পরও কোন মুসলমান দাবীদারকে অমুসলিম বলার তো প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু আজকের মোল্লা এই বলে যে, মুসলিম দাবীদারকে অমুসলিম আখ্যা দেবার অধিকার তাদের রয়েছে। তারা কতই না দুর্ভাগ্য ও লাঞ্ছনার দাবী করছে! তারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর চেয়ে বড় হবার দাবী করছে। পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর চাইতে অধিক আধ্যাত্মিক শক্তিশালী ও জ্ঞানী হবার দাবী করতে পারে। খোদাতা'লা কাউকে অধিকার দেননি আর এরা অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। অপরকেও বলছে যে, তোমরাও আমাদের সঙ্গী হয়ে যাও। তাই পূর্বে যে ভুল হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি করো না। ক্ষমা প্রার্থনা কর। মুসলমান দাবী করার পর কারোর উপর তার মুসলমান হবার ব্যাপারে সন্দেহ করার অধিকার হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কাউকে দেননি বা অমুককে বল যে, তোমার হৃদয়ে ইসলাম নেই। আল্লাহ্‌তা'লাই একমাত্র অন্তর্যামী। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–কে আল্লাহ্‌তা'লা ঐ সকল লোকদিগকে মুসলমান বলতে নির্দেশ দিচ্ছেন যাদের হৃদয়ে ঈমানও প্রবেশ করেনি। অমুসলিম দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ লোকদের অবগতির জন্যে একটি মহান ঘটনাকে তুলে ধরে আমি আজকের খুৎবাকে সমাপ্ত করছি। আহমদীদের সামনে এ ঘটনাটি বহুবার শোনানো হয়েছে। বাংলাদেশের জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীদের সামনে এ ঘটনাটি বিষদভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন, জানা প্রয়োজন যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও আজকাল মোল্লারা আপনাদের নিকট কি দাবী করছে। নিজেদের পথ বেছে নিন যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর সাথে থাকবেন, না মোল্লাদের সাথে।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর যুগে এক যুদ্ধে প্রসিদ্ধ মল্লবীরের সাথে একজন সাহাবীর যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত সাহাবী মল্লবীরকে কাবু করে ফেলেন। যখন সে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় তখন সে মৃত্যুর ভয়ে উচ্চারণ করল, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌। সে শুধু 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' উচ্চারণ করেছিল মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহও বলেনি আর আজকের মোল্লারা বলে, 'খতমে নবুওয়াত' মুসলমান হবার জন্যে একটি শর্ত, এগুলি সব আজেবাজে কথা। আমি যে ঘটনাটি বর্ণনা করছি তাতে শুধু ইহাই পাওয়া যায় যে, সেই ব্যক্তি শুধু 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করেছিল। অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। মুসলমান মুজাহিদ তাকে হত্যা করলেন। যুদ্ধ হতে ফেরৎ এসে এই ঘটনাটি তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–কে শুনালেন এবং বললেন, আমি জানতাম সে মৃত্যুভয়ে এমন করেছে। তাই আমি তাকে হত্যা করেছি। সাহাবী বললেন, এই ঘটনাটি

শুনে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এত অসন্তুষ্ট হলেন যে, আমি আমার জীবনে তাঁকে কখনও এত অসন্তুষ্ট হতে দেখিনি। তিনি বার বার বলছিলেন, তুমি তার হৃদয় চিরে কেন দেখলে না, তুমি তার হৃদয় চিরে কেন দেখলে না, অর্থাৎ তার হৃদয়ে যে ইসলাম নেই তা তুমি কিভাবে জানলে? আমি পরিতাপের সাথে ভাবতে লাগলাম হযরত রসূল করীম (সাঃ) যদি চুপ হয়ে যেতেন তবেই ভালো হত। আর এক বর্ণনায় আছে যে, সাহাবী মনে মনে বললেন, আফসোস! আমি যদি এ ঘটনার পূর্বে মুসলমান না হতাম তবে আমাকে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর এ অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হতে হতো না। আর এক বর্ণনায় আছে, এ ঘটনাটি শুনে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বললেন, তুমি কেয়ামতের দিন কি উত্তর দিবে যখন ঐ ব্যক্তির কলেমা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দণ্ডায়মান হবে যে, তুমি "লা ইলালা ইল্লাল্লাহু" বলা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করেছ। আহমদীদের কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' আর ইহাই তাদের প্রাণ। এই কলেমার জন্য আহমদীরা ধন–দৌলত ও প্রাণের ত্যাগ স্বীকার করছে। বহু বছর ধরে পাকিস্তানের অলিগলি যার সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। এই কলেমার সম্মান রক্ষার জন্যে আহমদীরা কোন কিছুকে ভয় করে না। এই কলেমার জন্যে আহমদীগণকে জেলে প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে, তাদের ধনদৌলতের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে, তবুও তারা এই কলেমার সম্মান রক্ষা করা থেকে পিছপা হয়নি। এই অবস্থা জানার পরেও কি তোমরা আহমদীগণকে অমুসলিম বলতে পারো?

তোমরা একেবারেই বুদ্ধিহীন। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদগণ হতে আমি আশা রাখি যে, তারা প্রজ্ঞা প্রদর্শন করবেন। পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ হতে তাদের বুদ্ধিমত্তা প্রখর। যুক্তি দ্বারা বুঝালে তারা বিষয়টি বুঝে নেন, জিদ করেন না। এ জন্য এ বিষয়টি দ্রুত গতিতে তাঁদের বুঝানো উচিৎ। প্রজ্ঞার পরিচয় দিন। গভীর ষড়যন্ত্রের নিজেও শিকার হবেন না আর জাতিকেও শিকার হতে দিবেন না। নতুবা দেশ হতে শান্তি উঠে যাবে। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"–এর মোকাবিলা করার শক্তি এ পৃথিবীতে কারও নেই। কেয়ামতের দিন এই কলেমা যখন তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে তখন তোমরা কি উত্তর দিবে। তোমরা কলেমার নামে তাদের মান–সম্মান, ধনদৌলত লুণ্ঠন করে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দিয়েছো। খোদাকে কিভাবে মুখ দেখাবে? আল্লাহ্ তোমাদের সুবুদ্ধি দান করুন, প্রজ্ঞা দান করুন। আপনারা পাকিস্তানের মত দুর্ভাগ্যের নাটক মঞ্চায়িত করবেন না, যার শাস্তি আজ পর্যন্ত তাদের পেতে হচ্ছে। পাকিস্তানের ঘটনা তো ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু তার শাস্তি বাস্তব হয়ে আজ সেই জাতির ললাটের সাথে জড়িয়ে গেছে আর যা হতে মুক্তি পেতে তারা আর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

প্রকাশনায়ঃ
প্রকাশনা বিভাগ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

অনুবাদঃ
মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী
প্রকাশকাল- নভেম্বর, ১৯৯২
৫০০০কপি।

মুদ্রণেঃ ইন্টারকন এসোসিয়েটস

Bengali Version of Khutba Jumua
Delivered by
Hazrat Mirza TaherAhmad (atba)
on 6-11-92 at Masjide Fazal, London. U. K.